যায়যায়দিন

তারিখ ... 3 JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা - ৬ - কলাম - ৮

জবিতে শিক্ষক নিয়োগে ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিজেই এ অনিয়মের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রভাবশালী মহলকে খুশি করতে ঢাকা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত কতিপয় দুর্নীতিবাজ জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি বিভাগে যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করলেও তাদের না নিয়ে উপাচার্য তার পছন্দের দলীয় লোকদের নিয়োগ দেন। এ সুযোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত দুর্নীতিবাজ বহিষ্কৃত শিক্ষকরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাচ্ছে। এসব শিক্ষকের নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

একাধিক সূত্র জানায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক থাকা অবস্থায় ১৯৯২-৯৩ সেশনের ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায়ে শিক্ষার্থীদের বেশি নম্বর পাইয়ে দেয়ার অভিযোগে সিন্ডিকেটের ৯৪তম সভা ড. শওকত জাহাঙ্গীরকে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করে। দুর্নীতিবাজ এ শিক্ষককে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে সম্প্রতি নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে জামায়াতপন্থী শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, তিনি ক্লাসে অনুপস্থিত থেকে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। শিক্ষক-ছাত্রদের আপত্তির মুখেও এ শিক্ষককে উপাচার্য নিয়োগ দেন। এছাড়া একই বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ্যদের বাদ দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা ২ জামায়াতপন্থী শিক্ষক ড. মোঃ নূরুল উল্লাহ এবং ড. মোঃ মোস্তফা মজুরকে নিয়োগ দেয়া হয়।

ইতিহাস বিভাগের ভিসির আত্মাভাজন শিক্ষক হিসেবে সহকারী অধ্যাপক মোঃ সেলিমকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষাজীবনে তার কোনো গবেষণা নেই, অথচ এ বিভাগে একাধিক পিএইচডি এবং এমফিল ডিগ্রিধারীরা আবেদন করলেও তাদের নেয়া হয়নি।

ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক একাধিক পিএইচডি ডিগ্রি ও এমফিল ডিগ্রিধারীরা আবেদন করলেও তাদের না নিয়ে উপাচার্যের পছন্দের শিক্ষক হিসেবে পরিচিত মোঃ মনিরুজ্জামানকে নেয়া হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পিএইচডি ডিগ্রিধারী যোগ্য একাধিক প্রার্থী আবেদন করলেও তারা উপাচার্যের আত্মাভাজন শিক্ষক না হওয়ায় কাউকে আপাতত নেয়া হচ্ছে না বলেও সূত্রে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেন, শিক্ষক নিয়োগে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতি হয়নি। অত্যন্ত দক্ষ সিলেকশন কমিটি যাচাই-বাছাই করে এ শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়। তবে কারো ব্যাপারে অভিযোগ থাকলে যাচাই-বাছাই করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত মাসের ৯ তারিখে সিন্ডিকেট মিটিংয়ে এ শিক্ষক নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়।